গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা

মোঃ মুখলেছুর রহমান খান
সহকারী সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সমাজসেবা অধিদফতর
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
২০১৩

সুচিপত্র

অনুচ্ছেদ নম্বর	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
১	পটভূমি	৩
২	সংজ্ঞা	৩
৩	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৩
৪	কর্মসূচি বাস্তবায়ন কৌশল	৩
৫	কার্য এলাকা	৩
৬	বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ	৪
৭	সমীক্ষা/তথ্য সংগ্রহ	৪
৮	খাদ্য সহায়তার পরিমাণ	৪-৫
৯	কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	৫
	৯.১ প্রার্থী নির্বাচনের মানদণ্ড	৫
	৯.২ আর্থিক সহায়তা প্রাপকের যোগ্যতা ও শর্তাবলী	৫
১০	প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি	৬
	১০.১ বাছাই কমিটি	৬
	১০.২ আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য প্রচার ও দরখাস্ত আহবান	৬
	১০.৩ প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া	৬
১১	যে সকল কারণে আর্থিক সহায়তা বাতিল করা যাবে	৭
১২	খাদ্য সহায়তা পরিশোধ পদ্ধতি	৭-৮
১৩	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	৮
১৪.	খাদ্য সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত বাস্তবায়ন কমিটিসমূহ	৯
	১৪.১ উপজেলা কমিটি	৯
	১৪.২ জেলা কমিটি	৯-১০
	১৪.৩ জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি	১০
১৫	নীতিমালা সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের ক্ষমতা	১০
১৬	কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ফরম/রেজিষ্টার এর নমুনা	১১-১৮

মোঃ মুখলেছুর রহমান খান
সহকারী সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা

১. পটভূমি:

চা গাছের জন্য অধিক পরিমাণে বৃষ্টিপাত ও তাপের প্রয়োজন হয় বলে বাংলাদেশের বৃষ্টিবহুল পাহাড়িয়া অঞ্চলে ব্যাপকভাবে চায়ের চাষ করা হয়। চা শিল্প বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্প। জাতীয় অর্থনীতিতে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশের চা উৎপাদনের পরিমাণ বছরে প্রায় ৬০.৫০ কোটি কেজি এবং এখান থেকে চা রফতানি করা হয় ২৫টি দেশে। চা উৎপাদনের দিক থেকে এগিয়ে আছে চীন, ভারত, কেনিয়া, শ্রীলঙ্কা। এ তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম। বাংলাদেশে চা পানকারীর সংখ্যা প্রতিবছর ৬ শতাংশ হারে বাড়ছে। এই চা উৎপাদনের যারা সরাসরি জড়িত তারাই চা-শ্রমিক। ১৯৬২ সালে চা বাগান শ্রমিক অধ্যাদেশ জারী করা হয়েছে, বাংলাদেশ সরকার কিছু সংশোধনসহ এই আইন চালু রেখেছে। ১৯৭৭ সালে এই আইনের অধীনে চা বাগান শ্রমিক বিধিমালা জারির ৩৫ বছর হয়ে গেছে। কিন্তু চা-শ্রমিকরা সকল নাগরিক সুবিধা ভোগের অধিকার সমভাবে প্রাপ্য হলেও তারা পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বৈষম্যের শিকার বলে প্রতিয়মান। তাদের প্রতি সদয় আচরণ ও তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হওয়া পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, সকলের দায়িত্ব। এক্ষণে, অবহেলিত ও অনগ্রসর এ জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ, তাদের সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণ, পারিবারিক ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ অতি জরুরি হয়ে পড়েছে। তাই সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় 'চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

২.০ সংজ্ঞা

চা-শ্রমিক: চা-বাগানে চা-পাতা তোলার কাজ যারা করে মূলত তারাই চা-শ্রমিক। এরা সাধারণত নারী। এছাড়া পুরুষ শ্রমিকেরা সাধারণত পাতা তোলার কাজ করে না। তারা মূলত বাগান রক্ষণাবেক্ষণ, নতুন চারা রোপন, অফ-সিজনে গাছ ছাটা, পাহারা দেয়া, বেড়া দেয়া ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত।

৩.০ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

ক) আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান;
খ) আপদকালীন সময়ে চা-শ্রমিকদের খাদ্য সহায়তা প্রদান;
গ) পরিবার ও সমাজে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি।

৪.০ কর্মসূচি বাস্তবায়নের কৌশল :

প্রকৃত দু:স্থ চা-শ্রমিকদের সনাক্ত করে সমাজসেবা অধিদফতরের জনবল, স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও চা বাগান কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় এ নীতিমালা অনুসরণ করে প্রকৃত দুঃস্থ ও অসহায় ব্যক্তিদের তালিকা প্রণয়নপূর্বক গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

৫.০ কার্য এলাকা : সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগ এবং পঞ্চগড় জেলার চা বাগানসমূহে কর্মরত চা শ্রমিকগণ এ কর্মসূচির আওতাভুক্ত হবেন।

মোঃ মুখলেছুর রহমান খান
সহকারী সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।